ভোরের কাগজ

তারিখ 01 DEC 2002
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বেতন বৃদ্ধি

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্র বেতন বৃদ্ধি প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রীর বক্তব্যের পর বিষয়টি নানা মহলে আলোচিত হচ্ছে। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্র বেতন অবিশ্বাস্য রকমের কম। গত ৩০ বছরে জীবনের সবক্ষেত্রে মূল্যস্তরের যে স্ফীতি ঘটেছে এবং টাকার মানের যে পরিবর্তন ঘটেছে তার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতনের কোনো সঙ্গতিই নেই। বাস্তবিক মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। এর বিপরীতে বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র বেতনের হার তুলনা করলে দেখা যাবে, ব্যবধানটা অস্বাভাবিক রকমের বেশি। এমন হলো কেন এ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গেলে দেখা যাবে দীর্ঘদিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বেতন হারকে যুগোপযোগী করা হয়নি। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ছাত্র বেতন তা অযৌক্তিক রকমের কম বললে ভুল হয় না। এর পরিবর্তনের যে কথা অর্থমন্ত্রী বলেছেন, তা সঠিক বলেই আমাদের মনে হয়। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন বৃদ্ধির ব্যাপারটি সহজ নয়। বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, এখানে সরকার সরাসরি হস্তক্ষেপ করে বেতন বাড়াতে পারবে না। সেটা করতে হলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেই করতে হবে। এজন্য ছাত্র প্রতিনিধিসহ সকল পক্ষ মিলে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়াটাই বাঞ্ছনীয় হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বেতন বাড়ানো দরকার, এ কথায় একমত হলেও প্রশ্ন থাকে, যে কতোটুকু বাড়ানো হলে তা যৌক্তিক হবে। এখানে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তুলনা করলে চলবে না। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা পড়তে আসে তাদের এক বিরাট অংশ আসে মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত এবং গ্রামীণ পরিবার থেকে। তাই ছাত্র বেতন এতো বেশি বাড়ানো যাবে না যাতে এই শ্রেণীর পরিবারগুলোর সন্তানদের উচ্চশিক্ষার ব্যয় তাদের নাগালের বাইরে চলে যায়। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এই দিকগুলো বিবেচনা অবশ্যই করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বেতন বৃদ্ধির প্রশ্ন কখনো কখনো রাজনৈতিক দিক থেকেও স্পর্শকাতর হয়ে উঠতে পারে। বিগত সরকারের সময় একবার বেতন বৃদ্ধি করার কথা উঠেছিল। এর বিরুদ্ধে ছাত্রদের বিক্ষোভ হয়েছিল, তখনকার বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোও এতে ইন্ধন জুগিয়েছিল। এটা দুঃখজনক ও অনাকাঙ্ক্ষিত। এ বিষয়কে রাজনৈতিক ইস্যু বানানোর মানসিকতা ত্যাগ করতে হবে। ছাত্র বেতন বৃদ্ধি করা হলে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক সংকটের তেমন কোনো সুরাহা হবে কিনা সেটাও বিবেচনার বিষয়। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ছাত্র বেতন বৃদ্ধি হলেই অর্থাৎ শিক্ষাকে ব্যয়বহুল করা হলেই যে শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাবে তা মোটেও নয়। ছাত্রদের বেতন বৃদ্ধি করা যদি যৌক্তিক হয়, তবে তা করা যেতে পারে। কিন্তু একই সঙ্গে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠদানের পরিবেশ, ছাত্রছাত্রীদের আবাসন সুবিধা ইত্যাদির মানেরও উন্নতি হয়। পরীক্ষা ও ক্লাস যেন নিয়মিত হয়, বইপত্রসহ শিক্ষা উপকরণের স্বল্পতা না থাকে। এগুলো নিশ্চিত হলেই বেতন বৃদ্ধি অর্থবহ হবে।

ছাত্র বেতন বৃদ্ধি হলেই অর্থাৎ শিক্ষাকে ব্যয়বহুল করা হলেই যে শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাবে তা মোটেও নয়। ছাত্রদের বেতন বৃদ্ধি করা যদি যৌক্তিক হয়, তবে তা করা যেতে পারে। কিন্তু একই সঙ্গে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠদানের পরিবেশ, ছাত্রছাত্রীদের আবাসন সুবিধা ইত্যাদির মানেরও উন্নতি হয়। পরীক্ষা ও ক্লাস যেন নিয়মিত হয়, বইপত্রসহ শিক্ষা উপকরণের স্বল্পতা না থাকে। এগুলো নিশ্চিত হলেই বেতন বৃদ্ধি অর্থবহ হবে।